সাবেক মন্ত্রীর ভাই মৃদুলের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই শহীদ সরফরাজ মৃদুলের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৪ সালে এনআই এ্যাক্টের ১৮ ধারায় মেহেরপুরের যুগ্ম দায়রা জজ ২য় আদালতে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই শহীদ সরফরাজ মৃদুলের বিরুদ্ধে ১কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনার মামলা করেন তার ব্যবসায়ী অংশিদার দেবাশীষ কুমার বাগচি। যার মামলা নম্বর- এস.সি-১৫৬/২০২৪।

ওই মামলায় ২০২৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আদালত সরফরাজ হোসেনের মৃদুলকে ১কোটি ৮০ লাখ টাকার দ্বিগুন জরিমানা ও এক বছরের সাজা প্রদান করে রায় দেন। রায় ঘোষণার নির্দিষ্ট সময় পার হলেও আসামি সরফরাজ হোসেন মৃদুল কোন আপিল করেননি।

পরবর্তিতে ২০২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি বাদি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৮৬ ধারা মতে জরিমানা টাকা আদায়ের জন্য একই আদালতে আবেদন করেন। আদালতের বিচারক মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান আবেদনটি আমলে নিয়ে চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি জরিমানার টাকা আদায়ে আসামির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও মালামাল ক্রোক করার জন্য মেহেরপুর সদর থানার ওসিকে নির্দেশ দেন । একই আদেশের কপি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকেও পাঠানো হয়।

আসামী শহীদ সরফরাজ মৃদুলের মালিকানাধীন ৩কোটি ৬০ লাখ টাকা সমপরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকায় আদেশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ৩টি সিলিং ফ্যান, ১টি ফ্রিজ, ২টি খাট, এক সেট সোফা, ২টি আলমিরা, ১টি ড্রেসিং টেবিল, ১টি এসি। যেগুলোর মুল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এছাড়া স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ঝাউবাড়িয়া মৌজায় ৬৬৯২ নম্বর খতিয়ানে ২.৮২৯২ একর জমি, মেহেরপুর মৌজার ১৩৩১৭ নম্বর খতিয়ানে ০.০০৩২ একর জমি, ২৯৬৩/২ নম্বর খতিয়ানে ০.০২৭৫ একর জমি, একই

খতিয়ানের ভিন্ন দাগে ০.০০২৫ একর জমি, ১১৭১৮ নম্বর খতিয়ানের ০.০৪২১ একর জমি, হরিরামপুর মৌজায় ১৬০১ নম্বর খতিয়ানে ০.৪৬ একর জমি। মোট অস্থাবর সম্পত্তি ৩.৩৬৪৫ একর জমি যার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ কোটি ৫৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, “ ক্রোক আদেশের নথি ঈদের আগ পযর্যন্ত পাইনি। ছুটি শেষ করে রবিবার অফিস করবো। আদেশ কপি পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

মেহেরপুরের হাসপাতাল রোডে সিঙ্গাপুর ক্লিনিকের উদ্বোধন

মেহেরপুর শহরের হাসপাতাল রোডে নতুন করে যাত্রা শুরু করেছে “সিঙ্গাপুর ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার” ও “জীম ফার্মেসি-২”।

মঙ্গলবার সকালে শহরের হাসপাতাল রোডের সিঙ্গাপুর টাওয়ারে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত উদ্বোধন করেন লেঃ কর্ণেল (অবঃ) প্রফেসর ডাঃ মোঃ আব্দুল ওয়াহাব। এসময় প্রতিষ্ঠানের প্রোপাইটর শেখ মোঃ শরিফ রেজা (পান্না)সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

নব প্রতিষ্ঠিত এই ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মাধ্যমে আধুনিক চিকিৎসা সেবা পাওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্টরা।

পাশাপাশি জীম ফার্মেসি-২ এর মাধ্যমে এলাকাবাসী সহজে ও দ্রুত ওষুধ সংগ্রহ করতে পারবেন বলেও জানান তারা।

সড়ক নির্মাণে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির গর্ত কেটে সড়কের মাটি ভরাট, ঝুঁকিতে শতাধিক পরিবার

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সড়ক নির্মাণ কাজে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে বাইরে থেকে মাটি সংগ্রহ না করে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি কেটে সেই মাটি সড়কের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে সড়কের দু’ধারে বসবাসরত শতাধিক পরিবার চরম ভোগান্তি ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

সরেজমিন ঘুরে ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গাড়াগঞ্জ বাজার থেকে শৈলকুপা শহর পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার সড়কের উন্নয়ন কাজ চলছে। কিন্তু প্রায় ৫ কিলোমিটার অংশে নিয়ম না মেনে পাশের জমি থেকে গভীর গর্ত করে মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে।

কোথাও কোথাও এই গর্ত এতটাই গভীর যে, তা এখন স্থানীয়দের জন্য ‘মৃত্যুফাঁদে’ পরিণত হয়েছে।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ,তাদের অনুমতি ছাড়াই জোরপূর্বক জমিতে প্রবেশ করে মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে। বাধা দিলে উল্টো প্রভাব খাটিয়ে কাজ চালিয়ে যায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বসতভিটা, নষ্ট হয়েছে চলাচলের পথ, তৈরি হয়েছে ভয়াবহ ঝুঁকি। বিশেষ করে আসন্ন বর্ষা মৌসুমকে ঘিরে ভূমিধসের আশঙ্কা বেড়েছে।

উপজেলার বারইপাড়া গ্রামের বাসিন্দা জরিনা খাতুন বলেন,’আমার একমাত্র জমিটাই শেষ করে দিয়েছে। বাড়িতে ঢোকা-বের হওয়া দায় হয়ে গেছে। স্বামীর ভ্যান বাড়িতে তুলতে এখন দুই-তিনজন লাগে। এমন কষ্টে কখনো পড়িনি।’

একই গ্রামের আকলিমা খাতুন বলেন,‘ঘরের সাথেই বড় গর্ত করা হয়েছে।

বৃষ্টিতে ঘর ভেঙে গর্তে পড়ে যাওয়ার ভয়ে আছি। ঠিকাদারকে একাধিকবার বারণ করলেও শোনেনি।’

মাজেদা খাতুন নামে এক নারী বলেন,‘ঘরের সাথেই বড় গর্ত করা হয়েছে। বাড়িতে ছোট ছোট বাচ্চা আছে। বৃষ্টি হলেই গর্তে পানি জমবে। তখন বাচ্চারা গর্তে পড়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটার ভয়ে আছি।’

একই অভিযোগ করেন সড়কের ধারে বসবাসরত আরও অনেকে। তাদের দাবি,কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি; বরং প্রভাব খাটিয়ে জোরপূর্বক মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে।

সওজ সূত্রে জানা গেছে,সড়কটির মূল ঠিকাদার ঝিনাইদহের মিজানুর রহমান মাসুম। তার কাছ থেকে সাব-ঠিকাদারি নিয়ে কাজ করছেন শৈলকুপার বাইরপাড়া গ্রামের চুন্নু শেখ। ৬ কিলোমিটার সড়কটির নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬ কোটি ২১ লাখ ৭৯ হাজার টাকা। এর মধ্যে সড়কের দু’ধারে মাটি ভরাট বাবদ বরাদ্দ রয়েছে ২৫ লাখ টাকা।

অনিয়মের বিষয়ে জানতে চাইলে সাব-ঠিকাদার চুন্নু শেখ বলেন,’সমস্যার কথা কেউ আমাকে বলেনি। যেখানে সমস্যা হয়েছে,অভিযোগ পেলে গর্ত ভরাট করে দেওয়া হবে। এই ঘটনায় আমাকে নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করার কিছু নেই। একসময় আপনার সাথে দেখা করবো। পরে এই প্রতিবেদকের অফিসে এসে তাকে টাকা দিয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা চালান চুন্নু শেখ।

সড়ক নির্মাণ কাজের মূল ঠিকাদার মিজানুর রহমান মাসুম বলেন,‘আমার কাছ থেকে সাব ঠিকাদারি নিয়েছেন বারইপাড়া গ্রামের চুন্নু শেখ। এলাকায় প্রভাবশালী হওয়ায় অনিয়ম করলেও তার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই।’

এদিকে সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) নির্বাহী প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান বলেন,’ ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি থেকে মাটি কেটে সড়ক নির্মাণের কোনো সুযোগ নেই। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয়দের অভিযোগ ও দাবি,নির্ধারিত বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও নিয়ম না মেনে এভাবে জমি কেটে মাটি নেওয়া দুর্নীতিরই অংশ। দ্রুত গর্ত ভরাট, ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।

হরিণাকুণ্ডুতে রাবিয়ানদের ঈদ পুণর্মিলনী

“শিকড়ের টানে, হৃদয়ের বন্ধনে-ফিরে দেখা সেই চেনা ক্ষণে” এই শ্লোগানে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী (রাবিয়ান) দের ঈদ পুণর্মিলনী অনুষ্ঠান -২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) সকাল সাড়ে ৯ টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়স্থ হরিণাকুণ্ডু উপজেলা ছাত্র কল্যান সমিতির উদ্যোগে হরিণাকুণ্ডু সালেহা বেগম মহিলা ডিগ্রি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়ে উপজেলা মোড়ের দোয়েল চত্বর ঘুরে পুনরায় কলেজ ক্যাম্পাসে গিয়ে শেষ হয়। র্যালি শেষে কলেজ মিলনায়তনে এক স্মৃতি চারণ মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাবেক রাবিয়ান এ্যাড. শহিদুজ্জামান শিরু’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য সাবেক রাবিয়ান আলী আজম মো: আবু বকর। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যাবিপ্রবি)’র ভিসি প্রোফেসর আব্দুল মজিদ, হরিণাকুণ্ডু উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান মাস্টার, খুলনা বিএল কলেজের অধ্যাপক আতিয়ার রহমান, রাজশাহী ইসলামী ব্যাংক হাসাপাতালের উপ পরিচালক ও মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি হরিণাকুণ্ডুর সন্তান ইমাজ উদ্দিন মন্ডল, উপজেলা জামায়াতের আমীর বাবুুল হোসেন, হাজী আরশাদ আলী কলেজের অধ্যক্ষ (অব:) মোতালেব হোসেন, সালেহা বেগম মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোক্তার আলী, সোনালী ব্যাংকের এজিএম হাবিবুর রহমান, অধ্যক্ষ রবজেল হোসেন, সাংবাদিক শাহানুর আলম, প্রধান শিক্ষক মাসুদুল হক টিটু, সহকারী অধ্যাপক বাবুল আক্তারসহ অন্যান্য রাবিয়ান।

বক্তারা শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান শিক্ষারপ্রতি বর্তমান হাইস্কুল পড়ুয়া ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করে হরিণাকুণ্ডুকে উন্নত ও মডেল উপজেলায় উপনীত করার লক্ষ্যে আমাদের যার যার জায়গা থেকে কাজ

করে যেতে হবে। বক্তারা অবহেলিত এই হরিণাকুণ্ডুর অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে অবহিত করেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সালেহা বেগম মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাহবুব মুর্শেদ শাহীন ও সহকারী শিক্ষক মাজেদুল ইসলাম। এ অনুষ্টানে হরিণাকুণ্ডুর প্রথমএকজন নারী শিক্ষিকা মহীয়সী নারীর সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

দামুড়হুদায় জয়রামপুরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে কিশোর নিহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর নতুনপাড়ায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নাঈম (১৪) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টার দিকে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নাঈম উক্ত গ্রামের সাজিরুলের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নাঈম তরমুজ কেনার উদ্দেশ্যে কাঠালতলা বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে তার মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনায় জড়িত অপর মোটরসাইকেলের আরোহীর পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, সংঘর্ষের পর ওই মোটরসাইকেলটি দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

দামুড়হুদায় বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় “দেশের নেতৃত্বে, জনগণের শক্তিতে, আমরাই পারব যক্ষ্মা নির্মূল করতে” এই স্লোগানকে সামনে রেখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আয়োজনে এই র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডা. মোঃ মশিউর রহমান।

উপস্থিত থেকে যক্ষ্মা রোগের বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. ফাহমিদা আক্তার রুনা এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি ডা. মোঃ মশিউর রহমান।

এমটিইপিআই ফারুক হোসেনের সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল অফিসার ডা. মহিব্বুল্লাহ, ডা. আলমগীর হোসেনসহ অন্যান্য মেডিকেল অফিসার, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, সিনিয়র স্টাফ নার্স ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য সহকর্মীবৃন্দ।

আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়ায় জামায়াতের ঈদ পুনর্মিলনী ও

গণসংবর্ধনা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আলমডাঙ্গা শাখার আয়োজনে হাটবোয়ালিয়ায় ঈদ পুনর্মিলনী ও গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া ফুটবল মাঠে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর জি.এ থানা শাখার উদ্যোগে ঈদ-পরবর্তী পুনর্মিলনী ও গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে স্থানীয় নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিতদের মাঝে আনন্দ, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক অনন্য আবহ বিরাজ করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-০২ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ রুহুল আমিন। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা-০১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জি.এ সাংগঠনিক থানার আমির মোঃ আব্বাস উদ্দিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চুয়াডাঙ্গা জেলা সভাপতি কাইয়ুম উদ্দিন হিরোক, আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের আমির প্রভাষক শফিউল আলম বকুল এবং চুয়াডাঙ্গা পৌর জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট হাসিবুল ইসলাম ইবরাহিম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের শুরা সদস্য মাওলানা লোকমান হোসাইন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা কর্মপরিষদ সদস্য ও জেলা যুব বিভাগের সভাপতি নুর মোহাম্মদ হুসাইন এবং জেলা কর্মপরিষদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের আইন-আদালত বিষয়ক সম্পাদক, আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে জামায়াত মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী দারুসসালাম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জি.এ সাংগঠনিক থানা শাখার নায়েবে আমির সেলিম রেজা ও মাওলানা মনিরুদ্দিন, থানা কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা জহুরুল ইসলাম, মাওলানা মিজানুর রহমান, মো. শাহজাহান আলী ও মো. আ. রশিদ প্রমুখ।

প্রধান বক্তা অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল তাঁর বক্তব্যে বলেন, ঈদের প্রকৃত শিক্ষা হলো ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা ও

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। তিনি আরও বলেন, সমাজে শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে ইসলামী মূল্যবোধের চর্চা বাড়াতে হবে এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে ঈদের শিক্ষা ও তাৎপর্য তুলে ধরে সমাজে সম্প্রীতি, ন্যায়বিচার ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

একইসঙ্গে সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জি.এ থানা সাংগঠনিক জামায়াতের সেক্রেটারি কামরুল হাসান সোহেল। দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

গাংনীতে তেল পাম্পে বিএনপি নেতাকে বেধড়ক পিটুনি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় একটি ফিলিং স্টেশনে বিএনপি নেতাকে গণপিটুনি দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) দুপুরে উপজেলার গোপালনগর গ্রামের রুপক ফিলিং স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।

আহত আব্দুল ওহাব বুলবুল গাংনী উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

স্থানীয় সূত্র জানায়, দুপুরের দিকে মোটরসাইকেলে জ্বালানি তেল নিতে ফিলিং স্টেশনে যান বুলবুল। এ সময় স্টেশনের কর্মচারী ও স্থানীয় কয়েকজন যুবকের সঙ্গে তার কথাকাটাকাটি শুরু হয়। মুহূর্তেই উত্তপ্ত পরিস্থিতি হাতাহাতি ও সংঘর্ষে রূপ নেয়। একপর্যায়ে উপস্থিত কয়েকজন মিলে তাকে বেধড়ক পিটুনি দেন।

ঘটনাস্থলে তখন কোনো পুলিশ সদস্য না থাকায় পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস এশিয়া পোস্টকে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কুপিয়ে জখম করলেন বিএনপি নেতা

মেহেরপুরের গাংনীতে ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির এক নেতার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের নারীসহ ১৩ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আজ সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতদের মধ্যে সাহারবাটি গ্রামের কড়ইতলা পাড়া এলাকার ইমন আলীর স্ত্রী রিয়া খাতুন (৪০), তরিকুল ইসলামের ছেলে শরিফুল ইসলাম (৪৩), চাঁদ আলী মোল্লার ছেলে রফিকুল ইসলাম (৬০), মুন্তাজ আলী (৫০), নেঙ্গার আলীর ছেলে হামিদুল ইসলাম (৫০), মাঠপাড়া এলাকার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মিথুন হোসেন (৩০), সামসদ্দীনের ছেলে আইনাল হক (৫০), আনসারুল ইসলাম (৬৫) ও তার স্ত্রী শাহানারা বেগম (৬০) রয়েছেন। অপরদিকে হামলাকারী বিএনপি নেতা দবির হোসেনের ভাই আব্দুল খালেক ও আব্দুল মালেক আহত হয়েছেন।

বিএনপি নেতা দবির হোসেন জানান, বিগত ১৭ বছর ধরে স্থানীয় ইউপি সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা আব্বাস আলী তাদের পরিবারের ওপর নির্যাতন-জুলুম চালিয়ে আসছিলেন। তারা তাদের গোয়ালের গরু পর্যন্ত নিয়ে গেছে এবং মাঠের ফসল তুলতে দেয়নি। তাই ‘মারের বদলে মার’ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

এদিকে ইউপি সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা আব্বাস আলী জানান, ৫ তারিখের পর থেকেই দবির উদ্দীন তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে চাঁদা দাবি করে আসছিল। তারা বেশ কয়েকবার চাঁদা দিয়েছেন। আজ আবারও চাঁদা চেয়ে না পেয়ে তার বাবা-মায়ের ওপর হামলা চালানো হয়। বর্তমানে তার বাবা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, সকালের মারামারির পর সেখানে পুলিশ গিয়েছিল। আবারও সন্ধ্যায় মারামারি হয়েছে এমন খবর পাওয়ার পরপরই সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে এলাকা শান্ত রয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়ের করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুজিবনগরে গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপন

মুজিবনগরে র্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে।

রজত জয়ন্তী উপলক্ষে গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য-সদস্যা এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের মিলনমেলা বসে।

রজত জয়ন্তী উদযাপনের শুরুতেই শিক্ষক, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র্যালি শেষে শুরু হয় আলোচনা সভা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান।

গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক। গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক

হেলাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম এবং আতিয়ার রহমান।

আলোচনা সভায় বক্তারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন বিভিন্ন স্মৃতি তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। আলোচনা সভার শুরুতেই বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানের অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।

আলোচনা সভার শেষে বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। সেই সঙ্গে আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দকেও বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

বিকেলে রজত জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।